www.with-allah.com/bn

আল্লাহ আমার রব

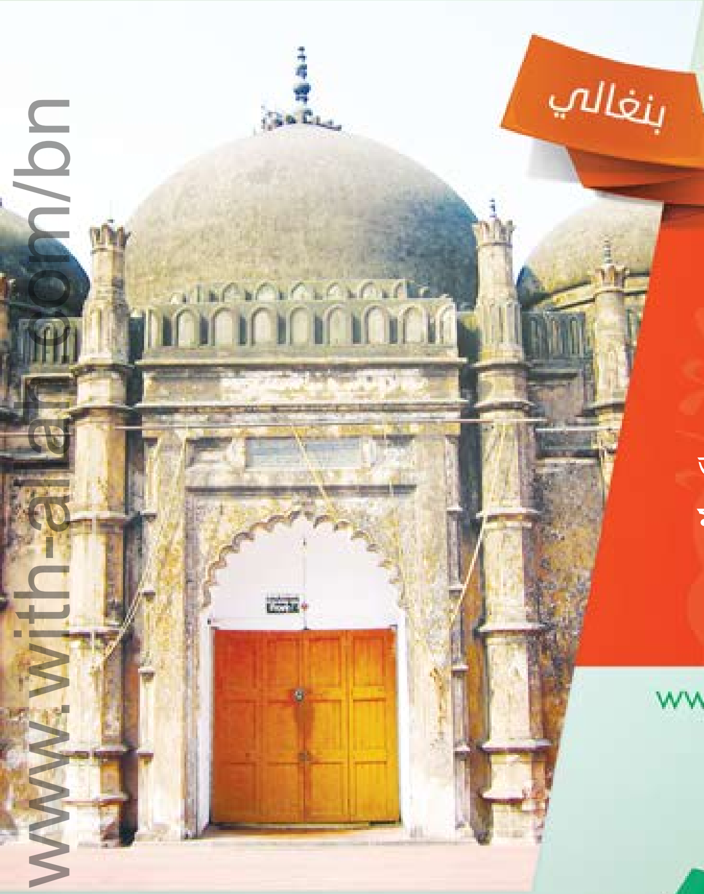

بنغالي

আল্লাহর প্রতি ঈমানের
মম ও ঈমানের রুত্ব

www.with-allah.com

ড. মুহাম্মাদ সার্রার আল য়ামী
ড. আব্দুল্লাহ সালিম বাহুমাম

www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহর প্রতি ঈমান

খাঁটি ঈমান- প্রাণের প্রাণ, সুখের প্রান্তর..

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মর্ম ও হাকীকত..

খাঁটি ঈমান- প্রাণের প্রাণ, সুখের প্রান্তর..

আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া আত্মার প্রশান্তি অর্জন অসম্ভব, আর ঈমানহীন আত্মা সদাসন্ত্রস্ত, হীন ও দূর্বল থাকে, সে আত্মায় থাকেনা কোন স্থিরতা ও প্রশান্তি। আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো নাজাত ও মুক্তির মূলমন্ত্র। 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর অর্থ হলো, এমর্মে দৃঢ় বিশ্বাস করা যে,- আল্লাহই সবকিছুর প্রতিপালক, মালিক ও স্রষ্টা এবং সালাত, সিয়াম, দু'আ, আশা, ভয়, বিনয় ও নম্রতাসহ অপরাপর সকল ইবাদতের একক হকদার কেবল তিনিই এবং তিনিই পূর্ণতার সব গুন-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ও যাবতীয় ত্রূটি ও অপূর্ণতা হতে পবিত্র।

ফেরেশতাগন এবং আসমানী কিতাব সমূহ, নবী-রাসুলগণ এবং পরকাল ও তাকদীরের প্রতি ঈমান মূলত: আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই অধীভুক্ত।

ঈমানদারের জন্য ঈমান হলো ইহলৌকিক জীবনের জান্নাত, আর শেষ পরিণতি ভাল হলে সেটা আল্লাহর ইচ্ছায় পরলৌকিক জীবনের জান্নাত।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো, অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বিকারোক্তির সমন্বয়ের নাম।

ঈমান হলো আল্লহর নিকট যেকোন আমল কবুলের পূর্বশর্ত, কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: { অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে... } [সুরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৯৪]

আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, হিদায়াত ও আত্মার প্রশান্তির জন্য আলোকবর্তিকার মতো।

ঈমানের গুরুত্ব:

সন্দেহ নেই, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো ঈমান। আবুযার রা: বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, «ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ।» (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

হিদায়াত এবং ইহ ও পরকালীন সুখ-সৌভাগ্যের কারণ হলো ঈমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:{অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন।} [সুরা: আন'আম, আয়াত: ১২৫]

ঈমানদারকে তার ঈমান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: {যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।}[সুরা: আ'রাফ, আয়াত: ২০১]

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।}[সুরা: যুমার, আয়াত: ৬৫]

সুতরাং খাঁটি ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমলে বরকত দান করেন এবং দু'আ সমূহ কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।} [সুরা: যুমার, আয়াত: ৬৫]

সুতরাং খাঁটি ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমলে বরকত দান করেন এবং দু'আ সমূহ কবুল করেন।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

ঈমানের ফলাফল ও উপকারিতাঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: { তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা’আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণণা করেন-যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। } [সুরা: ইব্রাহীম, আয়াত: ২৪-২৫]

ঈমানের ফলাফল ও উপকারিতার কয়েকটি হলো...

১-খাঁটি ঈমান আত্মিক সুখ-প্রশান্তি এবং মানসিক নিশ্চিন্তা ও প্রফুল্লতা দান করে। আল্লাহ তা'আলা একথাই বুঝাতে চেয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে: { Pমনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। } [সুরা: ইউনুস, আয়াত: ৬২]

২-ঈমানদারগণ আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কুফুরী এবং অবিশ্বাসের অন্ধকার ও তার পরিণতি হতে ঈমানের আলো ও তার পুরস্কারের দিকে নিয়ে আসেন।

৩-আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জন-যা কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: { আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সে গুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। [সুরা: তাওবা, আয়াত: ৭২]

৪-আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ও ঈমানদার বন্ধুদের পক্ষে প্রতিরক্ষা করেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: { আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। } [সুরা: হজ্জ, আয়াত: ৩৮]

হিজরতের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত্রুদের হাত থেকে এবং বন্ধু ইব্রাহীম আ:কে আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের মুহুর্তে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো দূর্বল বান্দার সঙ্গে তার রবের এক অদৃশ্য বন্ধন, ঠিক শক্তিশালী কারো শক্তি থেকে সাহায্য নেওয়ার মতো।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

৫-দীনী মর্যাদা ও নেতৃত্বলাভ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:{তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত।} [সুরা: সাজদাহ, আয়াত: ২৪]

দীনী মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের বড় প্রমান হল ঐসব দীনী ইমামগন যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবিস্মরনীয় করে দিয়েছেন। তাঁদের দৈহিক অস্তিত্ব গত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আলোচনা ও কীর্তিময় জীবনগাঁথা অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

ঈমান বিহীন মানুষ জীবিত হয়েও মৃত...
বিশ্বাস বিহীন চোখ অন্ধ...
ঈমান বিহীন হাত পক্ষাঘাতগ্রস্থ...

৬-ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তিনি বলেন:{তিনি তাদের ভাল বাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে।} [সুরা: মায়েদা: আয়াত: ৫৪]

তিনি আরো বলেন:{যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন।} [সুরা: মারইয়াম, আয়াত: ৯৬]

৭- দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী ও পবিত্র জীবন লাভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা: নাহাল, আয়াত: ৯৭]

কোথায় সৌভাগ্য ও সুখী-সুন্দর জীবন অনুসন্ধানকারীরা?

৮-আল্লাহ ঈমানদারদের ভালবাসে, তারাও আল্লাহকে ভালবাসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে।} [সূরা: মায়েদাহ, আয়াত: ৫৪]

অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং মানুষের মাঝে তাদেরকে প্রিয় করে দেন।

৯-আল্লাহর পক্ষ হতে ঈমানদারগণের সুসংবাদ প্রাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {আর ঈমানদারদেরকে আপনি সুসংবাদ দান করুন।} [সূরা: তাওবা, আয়াত: ১১২]

https://www.with-allah.com/bn

আর আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিলাভ ও জান্নাতের চেয়ে বড় কোন সুসংবাদ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিন, যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে।}

[সূরা: বাকারাহ, আয়াত: ২৫]

১০-ঈমান মানুষকে দৃঢ়পদ রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।}

[সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩]

ঈমান মানুষকে দৃঢ়পদ এবং অটল রাখার সবচেয়ে বড় দলিল হল, নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণ ও তাঁদের পথে চলা পরবর্তী মনীষীদের আত্মত্যাগের বহু ঘটনা যা ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান রয়েছে।

১১-ঈমানদার তার ঈমান দ্বারায় নসীহত গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।} [সূরা: যারিয়াত, আয়াত: ৫৫।]

সুতরাং উপদেশবানী থেকে কেবল ঈমানদারেরাই উপকৃত হবেন।

১২-সর্বাবস্থায় ঈমানদারদের জন্য কল্যান অবধারিত। যথা সুসময় কিংবা দুঃসময়ে সর্বদা ঈমানদারের জন্য কল্যান নীহিত থাকে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং সে সুখী হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পেলে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।»(-মুসলিম)

সুতরাং ঈমানদারকে তার ঈমান সুসময়ে শোকর ও দুঃসময়ে সবরে উদ্বুদ্ধ করে।

১৩-মু'মিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহে পতিত হওয়া থেকে নিরাপদে থাকে; কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:«ব্যভিচারী ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না»

(হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী)

এহলো ঈমানের কতিপয় বিশাল উপকারিতা। কোথায় সৌভাগ্য, সুখ ও মানসিক প্রশান্তির অনুসন্ধানীরা?

ঈমানের প্রভাবসমূহ

ঈমানের ফলস্রুতিতে ঈমানদারের জীবনে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়:

১-ঈমানদারের মাঝে পবিত্রতম ইসলামী শরিয়তের আনুগত্যের স্পৃহা বেড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।} [সূরা: নূর, আয়াত: ৫১]

সুতরাং ঈমানদারকে তার ঈমান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশের প্রতি বশ্যতা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে।

> আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো জীবন...আর জীবনে আল্লাহর সঙ্গ থাকাই হলো ঈমান..

আল্লাহ তা'আলা বলেন:{অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৫]

বরং ঈমান একজন ঈমানদারকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পন ও সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহ যোগায়।

২-আরেকটি আলামত হলো আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শির্ক থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্য কারো কাছে দু'আ বা প্রার্থনা করা কিংবা মদদ ও সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, উপকার ও অপকার দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই।}[সূরা: আন'আম, আয়াত: ১৭]

৩- আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য অপছন্দ করা, এটা হলো ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মজবুত আলামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{নিঃসন্দেহে ঈমানদারগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই।}[সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১০]

ইসলামের প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীদের জন্য মদীনার আনসারীগণের জান ও মাল ব্যয়ের নজীরবিহিন আত্মত্যাগের ইতিহাস সবচেয়ে বড় দলিল বহন করে যে, ঈমানদাররা আল্লাহর জন্য ভালবাসে ও তাঁর জন্য ঘৃণা করে, এবং ঈমানদারগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই। এ প্রসঙ্গে

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: «তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।» (হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।)

{হে ঈমানদারগণ তোমরা ঈমান আন..}
এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 'ঈমান' এর সাথে সম্বন্ধ করে ডেকেছেন এবং ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।এটা কেবল ঈমানের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

৪-আল্লাহর রাহে জিহাদে আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট বস্তুটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ব্যয় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।} [সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

৫-অন্তরে মহান আল্লাহ ও তাঁর অঙ্গিকার সমূহ গেঁথে যাওয়া। একজন মু'মিনের জন্য ঈমান ও রাহমানুর রাহীমের অনুসরণ দুনিয়ার জান্নাততূল্য। একই সঙ্গে সে আল্লাহর নিকট আখেরাতের জান্নাতের কামনা পোষণ করে এমনকি দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো দুখে ও কষ্টে সে আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় এবং সেগুলো তার নেক আমলের খাতায় লিপিবদ্ধ হওয়ার আশা পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।(১২০) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।(১২১)} [সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২০-১২১]

আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান আনে এবং নিজ ক্রিয়া-কর্মে ঈমানদারিত্বের পরিচয় দেয়, তাদের মাঝে এসব নিদর্শন বিদ্যমান থাকে।

৬-আল্লাহ ও রাসুলের বন্ধুতা লাভ। ইরশাদ হচ্ছে:{তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-}[সূরা: মায়েদা, আয়াত: ৫৫]

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুতার অর্থ হলো তাঁকে ভালবাসা, তাঁর দীনকে সাহায্য করা ও তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসা এবং যারা এর বিপরীত তাদের প্রতি বৈরি থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।}[সূরা: মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]

মু'মিন কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এবং কোন অবস্থাতেই কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {মুমিনরা কখনো মুমিনদের ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না।} [সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ২৮]

৭-ঈমানদার উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: «লজ্জা ও ঈমান একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য সঙ্গি। একটি না থাকলে অপরটিও থাকবে না।» (হাদীসটি ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।)

লজ্জা হলো সচ্চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং একজন ঈমানদার তার মুমিন ভাইদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে, যাতে কোন ঝগড়া ফাসাদ ও বিপত্তিহীনভাবে দুনিয়াবী জীবন উপভোগ করতে পারে..এসব গুন-বৈশিষ্ট্য লাভের একমাত্র কারণ হলো সে মুমিন। এগুলো কেবল মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য।

৮-প্রকৃত সুখ-সৌভাগ্য ও আত্মার প্রশান্তি লাভ। যার ফলে ঈমানদার অনুভব করবে যে, সুখ ও মানসিক প্রশান্তির কারণে সে যেন দুনিয়ার জান্নাতে অবস্থান করছে। কেননা তাঁর একজন রব আছেন, তিনি হলেন মহীমাময় আল্লাহ। তার একজন নবী আছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার একটি জীবনাদর্শ আছে, সেটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার একটি লক্ষ আছে, সেটা হলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মতো প্রস্থ জান্নাতের অধিকারী হওয়া।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

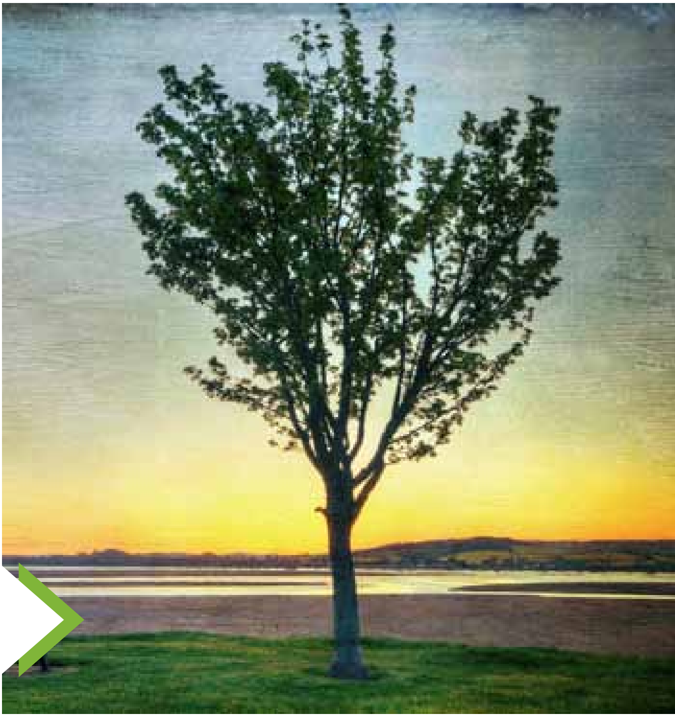

আপনি যদি ডানে বামে নজর দেন, দেখতে পাবেন মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্র সমূহ রুগী দ্বারা পরিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে আপনি শুনতে পাবেন গ্লানি, অশান্তি অভিযোগ, অনিদ্রা, দুঃসপ্ন ও দুঃসহ জীবনের হাহাকার। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এসব অশান্তির আসল কারণ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে দুরে থাকা এবং সীমাহীন দুনিয়ামুখিতা ও দুনিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। সুতরাং বস্তুবাদ ও পার্থিব উপকরণ মানুষের আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একধরণের অত্যাচার চালায়। অথচ মানুষের জীবনে আত্মিক ও মানসিকভাবে পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকা অপরিহার্য। আর সেটা কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাব সমূহ, নবী-রাসুলগণ, পরকাল ও জীবনের ভাল-মন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ সবকিছুর নির্ধারণ কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে- এই মর্মে ঈমান আনা এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা ও তাঁর সার্বক্ষণিক স্মরণ ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়।

সারকথা হলো, বহু লোক অন্তরের চিকিৎসা এবং আত্মার প্রশান্তির উপকরণ ও দুনিয়ার ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতরও এক অদৃশ্য জান্নাত সম্পর্কে উদাসীন। ফলে সে কখনোই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, জীবনের প্রথম থেকেই দেখা পায় না প্রশান্তির কোন লেশ।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি কিস্মনকালেও অর্জিত হবে না। কেননা রূহ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা, আর দেহকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আত্মা যত বেশি তৃপ্ত থাকবে, আপনি মানসিকভাবে তত উঁচু চিন্তার অধিকারী হবেন এবং তুচ্ছ ও মন্দ কর্মকাণ্ডের উর্ধে উঠতে সক্ষম হবেন। এর বিপরীতে যখনই আপনার আত্মিক দিকটা দূর্বল থাকবে, সাথে সাথে মানসিকতা নিম্নগামী হয়ে পাশবিকতা ও ভোগবিলাসিতার পিছনে অন্ধ হয়ে যাবেন আপনি। আর তাতে গোটা জীবন হয়ে উঠবে সংকীর্ণ ও আড়ষ্ঠ এবং দুচোখে কেবল জগৎটাকে অন্ধকার মনে হবে।

আল্লাহর রসুলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অনর্থক ও অহেতুক সৃষ্টি করেন নি এবং তাদেরকে বৃথা ছেড়ে রাখেন নি। একারণেই তিনি তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন এমন রাসুল ও দূতগণকে, যাঁরা আল্লাহর মাহত্ম-বড়ত্ব ও পরিপূর্ণতা এবং তাঁর দেওয়া শরিয়ত তথা জীবনব্যবস্থাকে স্বিকার করেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই নবী-রাসুল করে প্রেরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি মানুষের মাঝ থেকেই নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামসহ অনেক নবী রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর নবী-রাসুল প্রেরণের ধারাকে তিনি সমাপ্ত করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারায়। তাঁদের সকলকেই তিনি নিজেদের নবুওয়াত প্রমাণে সহায়ক নিদর্শন ও প্রমাণাদী দান করেছেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের উপর অর্পিত আমানত ও রেসালাত পৌঁছে দিয়েছেন ও রক্ষা করেছেন এবং মানুষদেরকে তাদের রবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কেউ যদি নবী-রাসুলগণের প্রতি ঈমান না আনে, সে আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনেনি। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন: {রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি।} [সূরা: বাক্বারাহ, আয়াত: ২৮৫]

অতএব, তাঁরা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দূত এবং তাঁর পক্ষ হতে সর্বরাহকৃত নির্দেশাবলীর বার্তাবাহক ও প্রচারক। আমরা তাঁদের সকলের প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {আমরা আল্লাহর কোন রাসুলের মাঝে পার্থক্য করি না।} [সূরা: বাক্বারাহ, আয়াত: ২৮৫]

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসুলগণের সাথে বহু গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, সেগুলো যেন মানবতার জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা রাখে। যেমন হযরত ইব্রাহীম আ: কে কয়েকটি সহীফা (পুস্তিকা), দাঊদ আ: কে যাবূর, মূসা আ: কে তাউরাত এবং ঈসা আ: কে ইঞ্জিল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অলৌকিক কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত, অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে।} [সূরা: হূদ, আয়াত: ১]

উক্ত আসমানী কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত, আলোকবর্তিকা ও বরকত এবং অকাট্ট প্রমাণরূপে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।} [সূরা: আন'আম, আয়াত: ১৫৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে: {হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।} [সূরা: নিসা, আয়াত: ১৭৪]

শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী এবং মানবকুলের সেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিকে কালিমায়ে শাহাদাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের একত্ববাদের প্রতি ঈমানের

https://www.with-allah.com/bn

পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। যথা, 'আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা জগদ্বাসীর জন্য তাঁর দয়া ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি লোকদিগকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন। অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞান ও ইলমের পথে এনেছেন। গোমরাহী থেকে ঈমান ও সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর উপর অর্পিত আমানত পূর্ণ করেছেন এবং মানুষদেরকে সদুপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর উম্মতের হেদায়েতের জন্য সদা ব্যকুল থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।} [সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২৮]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসুলকে তাঁর প্রাপ্য হক ও অধিকার দান করেছেন। তিনি মানব জতির সেরা এবং তাদের নেতা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: «আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সেরা, আর এটা আমার গর্ব নয়।» (হাদীসটি ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন।)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো কতিপয় হক:

১-এ মর্মে তাঁর প্রতি ঈমান রাখা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জগদ্বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত আমানত পূর্ণ করেছেন এবং আল্লাহর দেওয়া রেসালাত ও ম্যাসেজ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করেছি, সেটার প্রতি ঈমান আন।} [সূরা: তাগাবুন, আয়াত: ৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «ঐ সত্বার সপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন-এই উম্মতের ইয়াহুদী কিংবা নাসারা যে কেউ আমার কথা শুনবে, অত:পর আমার উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।» (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

২-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে যা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা এবং এমর্মে দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, তিনি সেসব বিষয় সমূহ সংশয় ও সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {নিঃসন্দেহে মুমিন হলো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তারপর কোন সন্দেহ পোষণ না করে।} [সূরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৫]

৩-তাঁকে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসা, আল্লাহ তা'আলা বলেন: {বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না}। [সূরা: তাওবা, আয়াত: ২৪]

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

রাসুলুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: «তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে প্রিয় না হবো।» (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী)

৪-তাঁকে সম্মান করা ও যথার্থ মর্যাদা দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর।} [সূরা: ফাতাহ, আয়াত: ৯]

আরো ইরশাদ হয়েছে: {সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭]

৫-তাঁর যেসব পরিবার বর্গ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর আদর্শ অনুপাতে চলেছে, তাদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের মর্যাদা দেওয়া এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়াত অনুধাবান করা। তিনি বলেছেন: «আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারবর্গের ব্যপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।» (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার যেকোন মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, তাঁর স্ত্রীগণ, সন্তান-সন্তুতি ও তাঁর যেসব আত্মীয়ের জন্য সাদকা ভক্ষণ করা হারাম। তাঁদের সমালোচনা কিংবা গালমন্দ করা হারাম। একই সাথে তাদেরকে নিষ্পাপ দাবি করা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে দু'আ করাও হারাম।

৬-আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণকে ভালবাসা, যাঁরা তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছেন। সেসব সাহাবাগণের কোন নিন্দাবাদ ও সমালোচনা করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রসংশা করেছেন।

https://www.with-allah.com/bn

৭-তাঁর যেসব সাহাবাগণ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন ও তাঁকে সত্যায়ন করেছেন, তাদের জীবনের কোন মন্দ দিক নিয়ে সমালোচনা না করা। কেননা, তাঁদের প্রসংশায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।} [সূরা: ফাতাহ, আয়াত: ২৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন: «তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করবে না। ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ওহুদ পাহাড়সম সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে তাঁদের কারো এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমতূল্য হবে না।» (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম।)

আর সাহাবীদের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বাকার, তারপর উমর, তারপর উসমান ও তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।} [সূরা: তাওবা, আয়াত: ১০০]

তাঁদের সকলেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে লব্ধ দীন প্রচার করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের নিকট ইলম ও দীন পৌঁছেছে।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত হবে-এবিষয়ে ঈমান..

সকলকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনিই সবার শেষ ঠিকানা ও প্রর্তাবর্তনস্থল। এটা আল্লাহর প্রতি ঈমানের একটি মৌলিক পয়েন্ট, বরং ঈমানের অন্যতম রোকন বা স্তম্ভ। সুতরাং ঈমানের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে একটি হলো আখেরাতের উপর ঈমান আনা। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন জিব্রীল আ: সাহাবীদের সম্মুখে আমাদের নবীকে শিক্ষক হিসেবে ঈমানের রোকন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন:«ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আল্লাহর কিতাব সমূহ, রাসুলগণ এবং পরকাল ও আল্লাহর পক্ষ হতে তাকদীরের ভালমন্দে বিশ্বাস করবে।»(হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম।)

আর পরকালকে 'ইয়াউমুল আখেরাহ' বা শেষ দিবস বলা হয় এজন্য যে, সেদিনের পর আর কোন দিন থাকবে না। এরপরই জান্নাতী জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। এই দিবসের অনেকগুলো নাম বর্ণিত হয়েছে কুরআনুল কারীমে। সেসব নাম দিনটি ও তাতে সংঘটিত হওয়া ঘটনাবলীর মাহত্ম বহন করে। পরকালের যে কয়েকটি নাম কুরআনে এসেছে তম্মধ্যে একটি হলো, 'ঘটনার সংঘটিত দিন', এনামে নাম করণের কারণ হলো, আলোচিত ঘটনাটি নিশ্চিতরূপে ঘটবে। আরেকটি হলো, 'অবনমনকারী ও উত্তোলনকারী'। এনামে নামকরণের কারণ হলো, সেদিনটি অনেক লোককে জান্নাতে উন্নীত করবে আবার অনেককে জাহান্নামে অবতীর্ণ করবে। আরেকটি নাম হলো, 'ইয়াউমুল হিছাব, ওয়াল জাযা ওয়াদ্দীন' অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান দিবস। 'ইয়াউমুল হা-ক্কাহ' বা সত্য সংঘটনের দিনও বলা হয়। কারণ, এদিনে আল্লাহর প্রদান করা সংবাদ সমূহ সত্য প্রমাণ হবে। এদিনকে 'তা-ম্মাহ'ও বলা হয়, যার অর্থ মহাবিপর্যয়ের দিন। 'ছা-খখাহ'ও বলা হয়। এর অর্থ হলো বিকট শব্দ। কেননা, এদিনের প্রারম্ভে সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার ফলে বিকট শব্দের সৃষ্টি হবে। এটাকে 'ইয়াউমুল ওয়াঈদ' বা হুমকির দিনও বলা হয়। কেননা এদিনে কাফেরদের জন্য কৃত আল্লাহর হুমকি সমূহ বাস্তবায়িত হবে। আরেকটি নাম হলো, 'ইয়াউমুল হাসরাহ' বা আক্ষেপের দিবস। 'ইয়াউমুত তালাক' বা সাক্ষাতের দিবসও বলা হয়। কারণ এদিনে সব মানুষ একই জায়গায় একত্রিত হবে। এটাকে 'ইয়াউমুল আ-যিফাহ' বলা হয়। কারণ সেদিনটি অতি সন্নিকটে। 'ইয়াউমুত তানাদ' বা একে অন্যকে আহবান করার দিনও বলা হয়। কেননা, এমনটি সেদিন ঘটবে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডাকবে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডাকবে। এটাকে 'ইয়াউমুল আক্বীম'ও বলা হয়। কেননা সেটাই হবে সর্বশেষ দিন। তারপর আর কোন দিনের অস্তিত্ব থাকবে না। এছাড়াও সেদিনকে 'দারুল আখেরাহ' 'দারুল কারার' ও 'গাশিয়াহ' ইত্যাদিও বলা হয়।

https://www.with-allah.com/bn

আখেরাতের উপর ঈমান আনা বলতে কয়েকটি বিষয় বুঝায়:

প্রথমত: মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করা

কবরের মহা পরিক্ষা..

মৃতব্যক্তিকে দাফনের পর তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে সঠিক উত্তর দেয়ার তাওফীক দিবেন। সে উত্তরে বলবে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ সা.। আর অবাধ্যদের বিভ্রান্তির উপরই রাখবেন। সুতরাং কাফের বলবে, হায়! হায়! আমার তো কিছুই জানা নাই। অপরদিকে কপট ও সংশয়পোষণকারী বলবে, আমার জানা নেই, মানুষ কিছু একটা বলত, আমি তার স্বীকৃতি দিয়েছিলাম।

কবরের আজাব ও নেয়ামত:

কবরের শাস্তি হচ্ছে অবাধ্য, কপট, কাফের ও কতিপয় গুনাহগার মুমিনের জন্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- {ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলেঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।} (সূরা: আল-আনআম, আয়াত: ৯৩।)

আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের অনুগতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- {সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।} [সূরা: আল মুমিন, আয়াত: ৪৬]

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

জায়েদ বিন সাবিত রা. হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- «যদি এমন আশঙ্কা না করতাম যে তোমরা দাফন করা ছেড়ে দিবে তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আজাবের আওয়াজ শুনিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাই। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।'তখন আমরা বললাম, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতপর তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।'আমরা বললাম, আমরা জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে পানাহ চাও।' আমরা বললাম, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে পানাহ চাচ্ছি।»(-মুসলিম শরীফ।)

কবরের নেয়ামতসমূহ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- {নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।} [সূরা: ফুসসিলাত (হামীম সেজদাহ); আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ? যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান। আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, তবে তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্যে ডানপার্শ্বসস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। এটা ধ্রুব সত্য। অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।} [সূরা: আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৮৩-৯৬।]

মুমিন যখন কবরে দু ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর দিবে সে সম্পর্কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-«আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেন, যদি আমার বান্দা সত্য বলে থাকে তবে তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। জান্নাতী পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর জান্নাত থেকে তার কবরে প্রশান্তিময় সুবাতাস বইতে শুরু করবে। এবং তার কবরকে দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়া হবে।»(-আবুদাউদ শরীফ, আহমদ।)

হযরত উসমান রা. যখন কবরের পাশে দাড়াতেন তখন এত ক্রন্দন করতেন যে তার দাড়ি ভিজে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা হলে আপনি ক্রন্দন করেন না অথচ কবরের পাশে আসলে আপনি ক্রন্দন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'নিশ্চয়ই পরকালীন ঘাটিসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাটি। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায় তবে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্যে সহজ হবে। আর এখানে যদি মুক্তি না পায় তবে পরবর্তীতে সে আরো বিপদে পড়বে।' তিনি আরো বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কবর অপেক্ষা অধিক ভয়ানক কোন স্থান দেখিনি।
-আহমদ।

দ্বিতীয়ত: মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস:

যখন দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখন সকল মৃতকে জীবিত করা হবে। মানুষ সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। খালি পা, নাঙা শরীর এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সে পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-{যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।}[সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪।]

পূনর্জীবন একটি প্রমাণিত সত্য বিষয়। কোরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সকল মুসলিমও এ বিষয়ে একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{(15) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে (16) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।}[সূরা: আল-মুমিনুন, আয়াত: ১৫-১৬।]

রাসূল সা. বলেছেন:«কেয়ামতের দিন মানুষকে খাতনাবিহীন নাঙা বদনে একত্রিত করা হবে।» (-বোখারী ও মুসলিম।)

মুসলমানগণ পরকালের ব্যাপারে একমত। প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনার দাবীও এটাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে পরকালে একত্রিত করবেন। যেখানে প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রাপ্ত বিনিময় ভোগ করতে হবে। সকল নবীই এ বিষয়টি নিশ্চিত করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:{তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?}[সূরা: আল-মুমিনুন, আয়াত: ১১৫।]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:{যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন বিধিবদ্ধ করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে মূলভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।}[সূরা: আল কাসাস, আয়াত: ৮৫।]

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

তৃতীয়তঃ কিয়ামতের আলামত ও নিদর্শনাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ নিদর্শনাবলী কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে। যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার জানান দিবে। এ সকল নিদর্শনকে 'ছুগরা' ও 'কুবরা' (ছোট আলামত ও বড় আলামত) নামে ভাগ করা হয়েছে।

আলামাতে ছুগরা বা ছোট আলামত:

এমন সব আলামত যা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে। এর বেশিরভাগ কেয়ামতের বেশ পূর্বেই দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই আলামতে ছুগরার কিছু কিছু সংঘটিত হয়ে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্বার সংঘটিত হবে। আর কিছু সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এখনো তা চলমান এবং পালাক্রমে সংঘটিত হয়েই চলেছে। আর কিছু এখনো সংঘটিত হয়নি। তবে কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই সংঘটিত হবে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই বলে গেছেন। যেমন- নবী হিসাবে তার আগমন ও ইন্তেকাল, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, নানারকমের ফেতনার আবির্ভাব, আমানতে খেয়ানত করা, ইলম উঠে মূর্খতার সয়লাব হওয়া, ব্যভিচার ও সুদের প্রসার ঘটা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ব্যপক হওয়া, মদ্যপান বেড়ে যাওয়া, বকরীর রাখালের মত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুউচ্চ ভবনের অধিকারী হওয়া, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে দাসীর মত আচরণ করা, হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়া, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প ও রূপবিকৃতি বেড়ে যাওয়া, মিথ্যাসাক্ষ্য ও শপথ এবং উলঙ্গপনা বেড়ে যাওয়া, সত্যকে গোপন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি যা কোরআন ও সুন্নাহ-এর মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলামতে কুবরা বা বড় আলামত:

এমন সব বৃহত্তর বিষয় যেগুলোর সংঘটিত হওয়া কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়াকে নিশ্চিত করবে। এমন আলামত দশটি। যথা- দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা আ.-এর

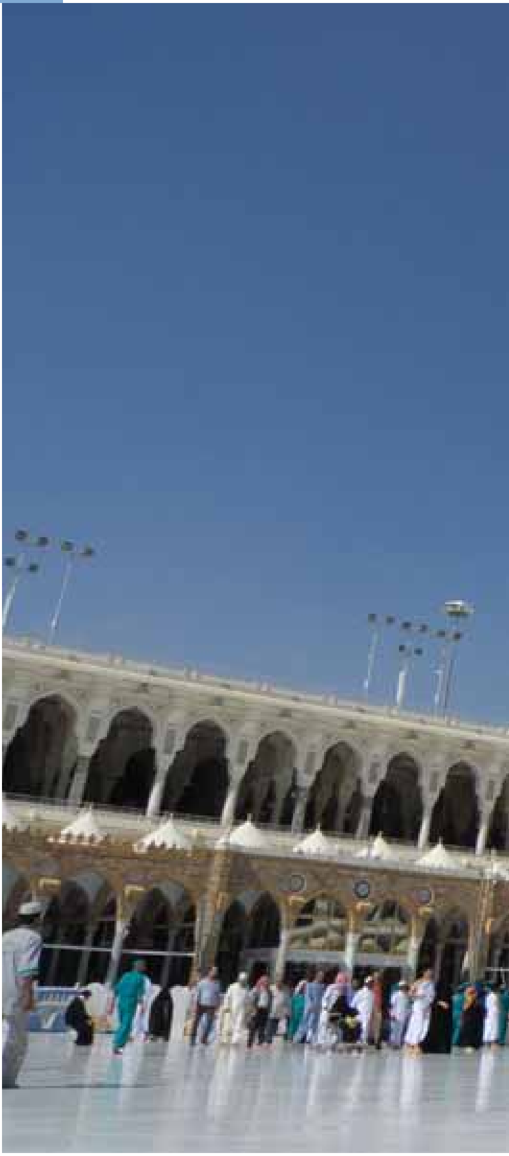

আগমন, ইয়াজুজ মাজুজের উদ্ভব। তিনটি বড় ধরনের ভূমিধ্বস- পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে। তীব্র ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়া, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠা, এবং বিশেষ একটি জন্তুর আবির্ভাব ঘটা। এমন আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হওয়া যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এই আলামতগুলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাবে। এর একটি প্রকাশ পাওয়ার পরই অপরটি প্রকাশ পাবে।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

চতুর্থত: কিয়ামতের ভয়াবহতার উপর বিশ্বাস:

পাহাড়সমূহ প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠবে এবং মাটিতে পরিণত হয়ে সাধারণ জমীনের সাথে মিশে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে।} [সূরা: আন-নামল, আয়াত: ৮৮।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।} [সূরা: আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৫-৬।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত,} [সূরা: আল মায়ারিজ, আয়াত: ৯।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না} [সূরা: তাহা, আয়াত: ১০৫-১০৭।]

২। সাগরগুলো উত্তপ্ত হয়ে বিস্ফোরিত হবে টগবগ করে জ্বলতে থাকবে। ধরাপৃষ্ঠের বহুলাংশ জুড়ে যে সমুদ্র রয়েছে, সেদিন তাতে আগ্নেয়গিরি মহাবিস্ফোরণ সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {যখন সমুদ্র বিস্ফোরিত হবে।} [সূরা: আল-ইনফিতার, আয়াত: ৩।] {যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে} [সূরা: আত-তাকভীর, আয়াত: ৬।]

৩। মানুষ যে মাটিতে আশ্রয় নিয়ে আছে তা বদলে যাবে। একই দশা হবে আসমানের। অত:পর মানবজাতিকে পূনরায় উত্থিত করা হবে এমন ভূমিতে যা যেন তারা কখনো দেখেনি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এবং আল্লাহর সামনে পেশ হবে।} [সূরা: ইবরাহীম, আয়াত: ৪৮।]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «কিয়ামতের দিন মানুষ একটি স্বচ্ছ চেপটা রুটির মত সাদাপ্রান্তরে একত্রিত হবে। সেখানে কারো কোন প্রতীক বা চিহ্ন থাকবে না।» (-বোখারী ও মুসলিম।)

সুতরাং তা হয়ে যাবে প্রতীকহীন একটি শুভ্রপ্রান্তর।

https://www.with-allah.com/bn

৪- মানুষ এমন কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করবে যা পূর্বে দেখেনি। তারা সেখানে চাঁদ ও সূর্যকে একত্রিত দেখতে পাবে। ফলে মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:{যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে- সে দিন মানুষ বলবে: পলায়নের জায়গা কোথায় ?}[সূরা: আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ৭-১০।]

৫-শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তা হচ্ছে এই দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত। নির্দিষ্ট দিন আসলেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। এই ফুঁক আসমান ও জমীনের সকল জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতিক্রম থাকবে।} (সূরা: জুমার, আয়াত: ৬৮।)

এই ফুঁৎকার মহাধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করবে, প্রত্যেক মানব সদস্যই তা শুনতে পাবে। তখন আর কেউ কোন ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। সে তার বন্ধু বা স্বজনের কাছেও ফিরতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতন্ডাকালে। তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।}[সূরা: ইয়াসিন, আয়াত: ৪৯-৫০।]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:«অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এই বিকট আওয়াজ যে শুনবে সে একবার ঘাড় নিচে নোয়াবে এবং একবার উপরে উঠাবে। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথম এই আওয়াজ এমন ব্যক্তি শুনবে, যে তার উটকে পুকুরে গোসল করাতে পানি ঘোলাটে করছে। শিঙ্গার আওয়াজ শুনে সে বেহুশ হয়ে যাবে অতঃপর সবমানুষ বেহুশ হয়ে যাবে।»(-মুসলিম।)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি করবেন সবাই হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। মানুষ, জ্বিন, পশুপাখি সবকিছুই সেখানে একত্রিত হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:{নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। সেটা এমন এক দিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি হবে হাযিরের দিন।}[সূরা: হুদ, আয়াত: ১০৩।]

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

{বলুনঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।} [সূরা: আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত-৪৯-৫০।]

মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে সেদিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রা. এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেন। আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: «রাসূলুল্লাহ বললেন, হাশরের দিন মানুষকে নাঙ্গা পা, উলঙ্গ শরীর ও খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আয়শা বলেন-) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ ও নারী কি একে অপরকে দেখতে থাকবে? তিনি বললেন- পরিস্থিতি এতোটা ভয়াবহ হবে যে, তাদের দেখাদেখির মানসিকতা থাকবে না।» (-বোখারী।)

৮। জালিমের জুলুমের বদলা নেয়া হবে। এমনকি পশুপাখির ক্ষেত্রেও বিচারের এই ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: «কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই নিজ নিজ পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রাপ্য প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে নেওয়া হবে।» (-মুসলিম।)

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: «তোমাদের মধ্যে যে কেউ তোমার ভাইয়ের সম্মান বা সম্পদের ক্ষেত্রে জুলুম করেছ, সে যেন যেদিন মানুষের কাছে দিরহাম দিনার থাকবে না সেদিন আসার পূর্বেই সমাধান করে নেয়। সেদিন জুলুমের বিপরীতে যার নেকী আছে তার থেকে নেকী নেয়া হয়ে। আর যার নেকী নেই মজলুমের গুনাহ তার উপর চাপানো হবে।»(-বোখারী।)

হাশরের ময়দানে সূর্য মানুষের কাছাকাছি চলে আসবে। ফলে মানুষ তার আমল অনুযায়ী ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- «কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করা হবে। এবং তা এক 'মীল' পরিমাণ তাদের নিকটবর্তী হবে। সুলাইম ইবনে আমের বলেন- আল্লাহর শপথ 'মীল'এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, আমার জানা নাই। মীল বলতে জমীনের দূরত্ব (মাইল) নাকি (মীলের অপর অর্থ) ঐ সলাকা যা দ্বারা সুরমা লাগানো হয়। তিনি বলেন, অতঃপর মানুষ তাদের (পাপ কাজের) আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে। কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কাউকে ঘাম পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করেন।»(-মুসলিম।)

১০। কিছু লোকের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। আর কিছু লোকের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। মানুষ শঙ্কা, ভয় ও অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাবে। ইতোমধ্যে প্রত্যেককে তাদের হাতে আমলনামা দিতে থাকবে। যেসব মুমিন আমলনামা ডান হাতে পাবেন নাজাতের আশায় তারা প্রফুল্ল হবেন। আর কাফের ও মুনাফিকদের দুশ্চিন্তা বাড়তেই থাকবে, কারণ তারা আমলনামা বাম হাতে পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমল নামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।}[সূরা: আল-হাককাহ, আয়াত: ১৯-২৯।]

সেদিন মানুষ এততা ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে যে, কাছের কোন মানুষেরও খোঁজ কেউ নিবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন কাজে আসবে না।} [সূরা: আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৮৮।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।} [সূরা: আবাসা, আয়াত:৩৪-৩৭।]

পঞ্চমত: হিসাবগ্রহণ ও প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস:

প্রতিটি মানুষের আমলের হিসাব দিতে হবে। এর প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।} [সূরা: আল-গাশিয়াহ, আয়াত:২৫-২৬।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।} [সুরা: আল-আনআম, আয়াত-১৬০।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।} [সূরা: আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭।]

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

«নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর এক মু'মিন বান্দাকে কাছে ডেকে নিবেন। অত:পর তার উপর আল্লাহর পর্দা রেখে তাকে আবৃত করা হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি কি এই গুনাহ সম্পর্কে জান? তুমি কি এই গুনাহ সম্পর্কে জান? বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ। যখন তার গুনাহ প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং সে নিজের সর্বনাশ অবলোকন করতে শুরু করবে, তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এই পাপের কথা গোপন রেখেছিলাম। আর আজ এই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাকে নেকীর হিসাবপত্র প্রদান করা হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদের সকল মাখলুকের সামনে ডাকা হবে।»{এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।} [সূরা: হুদ, আয়াত: ১৮।](-বোখারী ও মুসলিম ।)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তাঁর রব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-«নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেকী ও গুনাহ উভয়টি লিপিবদ্ধ করেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজের নিয়ত করে, পরবর্তীতে যদি সে ঐ নেক কাজ বাস্তাবায়ন না করে তবুও আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নেক কাজের নিয়ত করার পর তা যদি বাস্তাবায়ন করে তবে দশ থেকে সত্তরটি বা তারও বেশি নেকী লেখা হয়। অপরদিকে কোন ব্যক্তি যদি কোন গুনাহর কাজের নিয়ত করে কিন্তু বাস্তবে সে গুনাহ না করে তবে তার জন্যও আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যদি গুনাহর কাজ করেই ফেলে তবে আল্লাহ তায়ালা শুধু এটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করান।» (-বোখারী ও মুসলিম।)

হাসান বসরী রাহ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হলো, আমরা অনেক তাবেয়ীকে সাহাবীদের তুলনায় বেশী ইবাদত করতে দেখেছি। তখন হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, তারা ইবাদত করে কিন্তু তাদের কলবে থাকে দুনিয়া। আর সাহাবারা ইবাদত করে তখন তাদের অন্তরে থাকে আখিরাত।

হিসাব দিবস ও প্রতিদান দিবসের ব্যাপারে মুসলমানরা নিঃসন্দেহ। সঠিক বুদ্ধি ও বিবেচনার দাবীও এটাই। আল্লাহ তায়ালা কিতাব নাজিল করেছেন, রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং মানুষের জন্য এর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রদর্শনকে ফরজ করে দিয়েছেন। আর যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে না, ঈমান আনবে না, এবং রাসূলের আনুগত্য করবে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন হিসাব নিকাশ গ্রহণ ও প্রতিদানের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আল্লাহর সেসব কথার কোনই অর্থ থাকবে না। অথচ তিনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র। ইরশাদ হচ্ছে-{অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না।}[সূরা: আ'রাফ, আয়াত-৬-৭।]

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

ষষ্ঠত: জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান:

জান্নাত ও জাহান্নাম হচ্ছে সৃষ্টির স্থায়ী ঠিকানা। জান্নাত হচ্ছে সুখের ভূবন। আল্লাহ তায়ালা যা মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যেসকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে অটল ছিলেন, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং রাসূলের অনুসারী ছিলেন, তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে নানা রকমের নেয়ামত। যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং মানুষের অন্তরে এর কল্পনাও সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় কর।}

[সূরা: আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত:৭-৮।]

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।}[সূরা: আস-সেজদা, আয়াতঃ১৭।]

জান্নাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহ তায়ালার চেহারা অবলোকন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [সূরা: আল-কিয়ামাহ, আয়াত:২২-২৩।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী।} [সূরা: ইউনুস, আয়াত-২৬।]

এখানে কল্যাণ হচ্ছে জান্নাত, আর অতিরিক্ত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার চেহারা দর্শন। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহাকল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অতিরিক্ত কামনা করো কি? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আবরণ উন্মোচন করবেন। তখন জান্নাতবাসীদের কাছে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু হবে না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-» {যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী।} [সূরা: ইউনুস, আয়াত: ২৬।](-মুসলিম।)

জাহান্নাম: এটা হচ্ছে আজাবের স্থান। আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য কাফের ও জালিমদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।}(সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত:১৩১।)

তিনি বলেন:{আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।}[সূরা: আল-কাহাফ, আয়াতঃ ২৯।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়। আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম।}[সূরা: আল-আহযাব, আয়াত:৬৪-৬৬।]

জাহান্নামবাসীদের সর্বনিম্ন আজাবের বিষয়ে (আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:«কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসীদের সবচেয়ে সহজ শাস্তি হচ্ছে- ব্যক্তির পায়ের নিচে অঙ্গার রেখে দেয়া হবে। যাতে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।» (-বোখারী।)

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

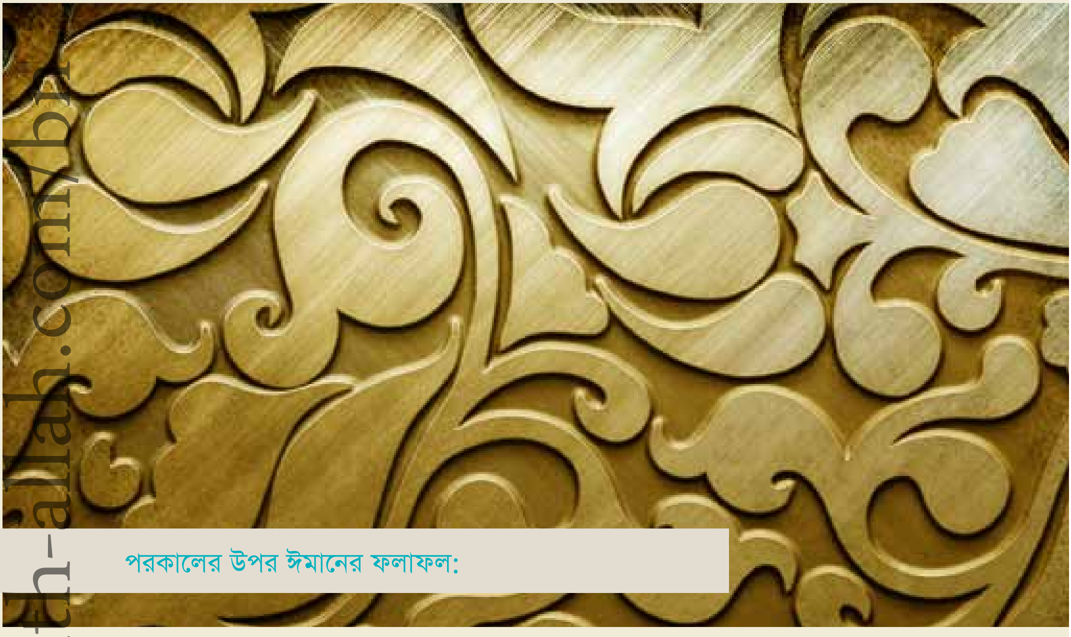

পরকালের উপর ঈমানের ফলাফল:

https://www.with-allah.com/bn

১। পরকালের উপর বিশ্বাস ঈমানের একটি স্তম্ভ। পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া আল্লাহ উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা হয় না। এজন্য যে পরকালের উপর ঈমান আনবে না আল্লাহ তায়ালা তার সাথে জিহাদে অবতীর্ণ হতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না ।}[সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত-২৯।]

২। দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা ও মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - {মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।} [সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৬২।]

৩। মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।}[সূরা: আল-বাকারাহ, আয়াত: ৬২।]

৪। নেককাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।} [সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ৫৯।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ।} [সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৮।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।} [সূরা: আল-আহযাব, আয়াত: ২১।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।} [সূরা: আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ৬।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে, এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে।} [সূরা: আত-তালাক, আয়াত: ২।]

উম্মুল মুমিনীন আয়শা রা. এক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন- মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। এতে তোমার কলব নরম হবে।

৫। অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- {আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়।} [সূরা: আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।} [সূরা: আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩২।]

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।} [সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৫।]

ফলে যারা পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে না তারা অপরাধকর্ম করে বেড়ায়। এ বিষয়ে তারা কোন লজ্জা অনুভব করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।} [সূরা: মাউন, আয়াত:১-৩।]

হাসান বসরী রহ. বলেন- যে মৃত্যুকে চিনতে পেরেছে সে দুনিয়ার মুছিবত পরোয়া করে না।

৬। পরকালের প্রতি ঈমান আখিরাতে নেয়ামত ও সাওয়াব লাভের আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে মুমিনকে দুনিয়া অপ্রাপ্তির ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়। জান্নাত লাভ একটি মহাসাফল্য। পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:{প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।} [সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত: ১৮৫।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। যার কাছ থেকে ঐদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য।}[সূরা: আল-আনআম, আয়াত: ১৫-১৬।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।}[সূরা: আল-আ'লা, আয়াত-১৭।]

পরকালের প্রতি ঈমান আখিরাতে নেয়ামত ও সাওয়াব লাভের আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে মুমিনকে দুনিয়া অপ্রাপ্তির ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়। জান্নাত লাভ একটি মহাসাফল্য। পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। আল্লাহ বলেন-

{প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।}[সূরা: আল-ইমরান, আয়াত-১৮৫।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- {(15) আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (16) যার কাছ থেকে ঐদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য।}[সূরা: আল-আনয়াম, আয়াত: ১৫-১৬।]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-{অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।}[সূরা: আল-আ'লা, আয়াত-১৭।]

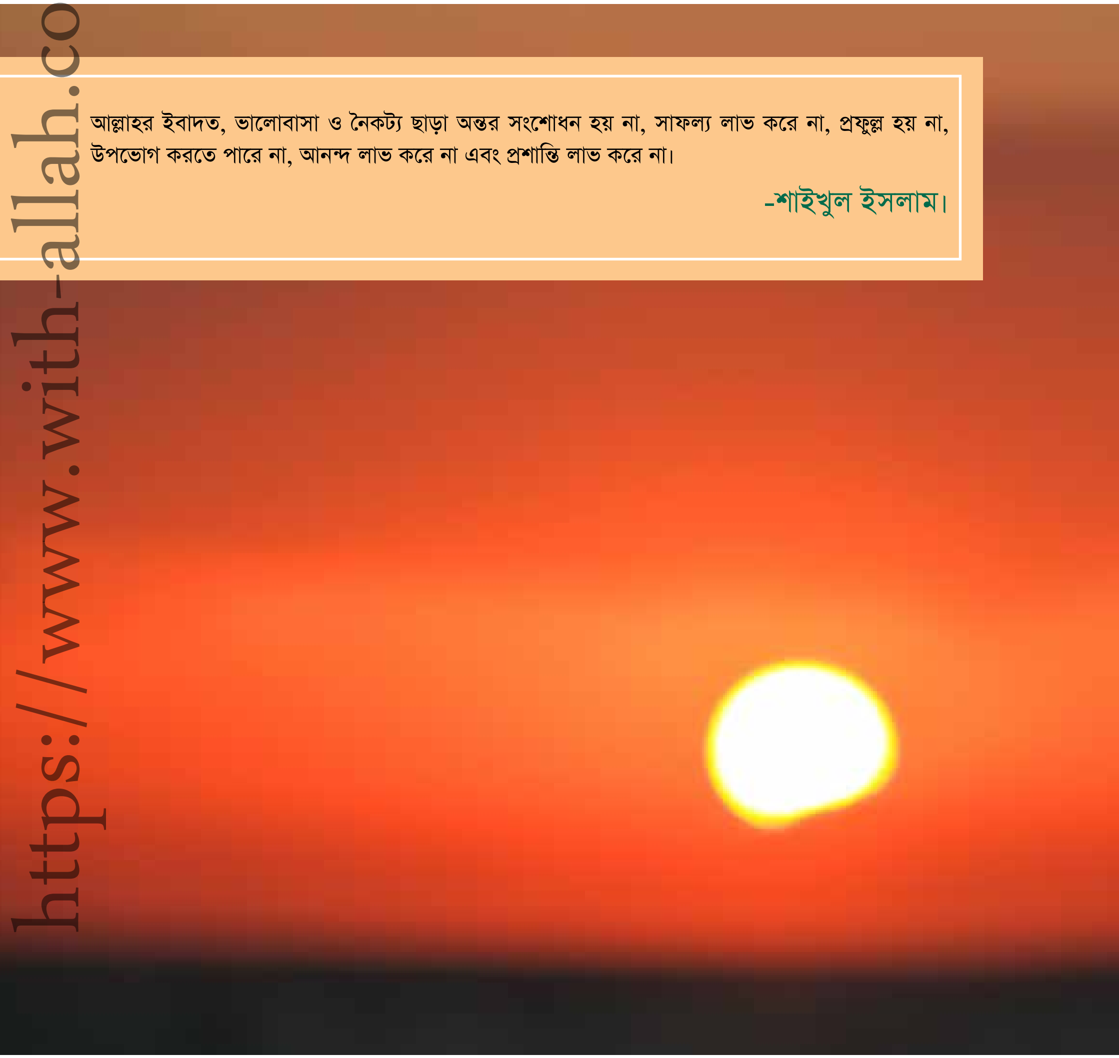

আল্লাহর ইবাদত, ভালোবাসা ও নৈকট্য ছাড়া অন্তর সংশোধন হয় না, সাফল্য লাভ করে না, প্রফুল্ল হয় না, উপভোগ করতে পারে না, আনন্দ লাভ করে না এবং প্রশান্তি লাভ করে না।

-শাইখুল ইসলাম।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

পর্যালোচনা

১. দীন ও ঈমানের সাথে আত্মপ্রশান্তির সম্পর্ক কী- আলোচনা করুন।

২. ঈমান কাকে বলে? এবং ঈমানের কি কি প্রভাব প্রতিফলিত হয় সমাজে?

৩. আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিগুলো কি কি?

৪. আল্লাহ তায়ালার কাছে উত্তম ও পবিত্রতম ইবাদত কোনটি?

৫. আল্লাহর প্রতি ঈমানের কি কি ফলাফল আপনি নিজের ও নিজ পরিবার এবং সমাজের উপর প্রতিফলিত হতে দেখেন, বর্ণনা করুন।

৬. রাসুলগণের প্রতি ঈমানের দাবিগুলো কি কি?

৭. সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা রাসুলের প্রতি ঈমানের অংশ কেন?

৮. কেয়ামতের ছোট আলামত থেকে শুরু করে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সেদিনে ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর আপনি যেটুকু জানেন, ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করুন।

৯. বান্দার জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল কি?

১০. 'আখেরাতের প্রতি আপনার ঈমান' এর ফলে আপনার ইবাদত, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, পর্যালোচনা করুন।

১১. জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত কি? আর জাহান্নামের সবচেয়ে বড় সাজা কি?

https://www.with-allah.com/bn